সংবাদ

8 FEB 2003

# ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন

## ❑ সন্ত্রাসী ও বহিস্কৃতদের ছড়াছড়ি ❑ শীর্ষ নেতাদের অধিকাংশ বিবাহিত ❑ বাদ পড়েছে ত্যাগী কর্মীরা

**নিজস্ব বার্তা পরিবেশক :** ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি অছাত্রমুক্ত করা যায়নি। বাদ দেয়া হয়েছে ত্যাগী নেতা-কর্মীদের। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠতার বিষয়টিকে বিবেচনায় আনা হয়নি। পক্ষান্তরে হত্যা মামলার আসামি, সন্ত্রাসী, বহিস্কৃত ও অব্যাহতিপ্রাপ্তরা কমিটিতে ঠাঁই পেয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ১শ' ১ সদস্যবিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ওইদিন কমিটি অনুমোদন করেন। এর আগে ১লা জানুয়ারি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিন আহ্বায়ক কমিটি ভেঙে সাহাবুদ্দিন লাল্টুকে সভাপতি ও আজীজুল বারী হেলালকে সাধারণ সম্পাদক করে ঘোষণা করা হয় আংশিক কমিটি। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটিতে জেলা (জামালপুর) কোটায় স্থান পাওয়া কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আনিসুর রহমান বিপ্লব, জামালপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আনোয়ার হত্যা মামলার অন্যতম আসামি। সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন দীপ্তি কমপক্ষে ১৫ বছর ধরে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত এবং একাধিকবার সংগঠন থেকে বহিস্কৃত। সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পলাশী বাজারে চাঁদাবাজি, ভাঙচুরের অভিযোগে একাধিকবার জেল খেটেছে। সদস্য আবদুল মান্নান ফরহাদ ২০০১ সালে জগন্নাথ হল দখলের ঘটনায়

পূর্ণাঙ্গ : পৃঃ ২ কঃ ১

### পূর্ণাঙ্গ : কেন্দ্রীয় কমিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হয়।

কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাহাবুদ্দিন লাল্টু, সহ-সভাপতি ফরহাদ হোসেন আজাদ, যুগ্ম-সম্পাদক মোস্তফা খান সফরী, সহ-সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান, সহ-সম্পাদক কামরুল ইসলাম, যুগ্ম-সম্পাদকের পদমর্যাদায় সদস্য আবদুস সাত্তার ও এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন বিবাহিত।

পূর্ণাঙ্গ কমিটির ব্যাপক অংশজুড়ে রয়েছে অছাত্র। এই তালিকায় রয়েছে সহ-সভাপতি মোশাররফ হোসেন দীপ্তি, সহ-সভাপতি মনোয়ার হোসেন জিপু, যুগ্ম-সম্পাদক মোস্তফা খান সফরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আহসানউদ্দিন লিপন, আন্তর্জাতিক সম্পাদক টিটো, সমাজসেবা সম্পাদক এস এম মনির হোসেন, অর্থ সম্পাদক আবুবকর সিদ্দিক, সহ-সাহিত্য সম্পাদক কামরুল ইসলাম, সহ-সমাজসেবা নুরুদ্দীন অপু, সহ-অর্থ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল, সহ-পাঠাগার জাভেদ, সদস্য জাহাঙ্গীর হোসেন, রফিকুল আলম মজনু, এনামুল হক উজ্জ্বল, শামীম আহমেদ, জাহিদুল টিটো, সাঈদুর রহমান, মোজাম্মেল হোসেন, আতিয়ার হোসেন, হাসানুল হক রুবেল, মফিকুল ইসলাম, শফি খান, শাখাওয়াত সবুজ প্রমুখ।

আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন, সাবেক ঢা.বি সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুল ইসলাম, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবু সাঈদ, রাজনসহ বেশ কিছু ত্যাগী নেতা-কর্মীকে বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া এফ রহমান হলের সভাপতি উজ্জ্বল, সা. সম্পাদক সাঈদুরকে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে। একই হলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কয়েক বছরের জুনিয়র রুবেল, মিঠুকে সহ-সম্পাদক করা হয়েছে। জিয়া হলের সভাপতি আমীরুজ্জামান শিমুলকে করা হয়েছে ক্রীড়া সম্পাদক। অথচ রাজনৈতিকভাবে তার চেয়ে অনভিজ্ঞ আতিককে সাহিত্য ও প্রকাশনা, আসাদুজ্জামান পলাশকে পাঠাগার, সাঈদ ইকবাল মাহমুদ টিটোকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পাদক করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক আজীজুল বারী হেলাল বলেন, যোগ্য ও পরিশ্রমীদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা হয়েছে। বিবাহিত থাকতে পারে তবে এ বিষয়ে গঠনতন্ত্রে কিছু বলা হয়নি। হত্যা মামলার আসামি, সন্ত্রাসীদের স্থান দেয়া হয়নি।